ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 051 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৫১ ● কলকাতা ● ০৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 210

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমাদের ঐ সুরক্ষিত ভাণ্ডার শেষ করা উচিত নয়। আমাদের ঐ সুরক্ষিত ভাণ্ডারকে আপতকালীন সময়ের জন্য সুরক্ষিত রাখা উচিত।

আমাদের আজ নতুন জায়গার খোঁজ করা উচিত। এরপর বর্ষা ঋতু আসছে। ঐ সময় ঐ দানার ভাণ্ডার কাছে হওয়ার জন্য সুবিধা হবে, তাই তাকে সুরক্ষিত রাখা উচিত।"

ক্রমশঃ

# মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মঞ্চে বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সিপিএম নেতা প্রতীক উর রহমান যেদিন তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন সেদিনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মঞ্চে বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ। একুশে ফ্রেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে অনন্ত মাহরাজের হাতে বঙ্গবিভূষণ সম্মান তুলে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের অর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিতে কাজ করার জন্য রাজ্য সরকার ওই সম্মান তুলে দিল অনন্ত মহারাজের হাতে।প্রসঙ্গত, অনন্ত মহারাজ ছাড়াও বাংলা গানে বিশেষ অবদানের জন্য বঙ্গবিভূষণ খেতাব তুলে দেওয়া হল সঙ্গীতশিল্পী শিবাজী চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। বঙ্গ বিভূষণ পেলেন সঙ্গীত শিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবিভূষণ

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

# ভোটের আগেই বঙ্গে পা রাখবেন কেন্দ্রীয় বাহিনী

**বেবি চক্রবর্ত্তী**

মার্চ মাসেই বঙ্গে পা রাখতে চলেছে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। শনিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথা। চিঠিতে জানানো হয়েছে প্রাথমিক ভাবে ভোটের আগে প্রথম দফায় মোট ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে।রাজ্য পুলিশের ডিজিকেও এই চিঠি পাঠানো হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে পাঠানো চিঠি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১ মার্চের মধ্যে ১১০ কোম্পানি CRPF, ৪৪ কোম্পানি BSF, ২১ কোম্পানি CISF, ২৭ কোম্পানি ITBP এবং ২৭ কোম্পানি SSB পাঠানো হচ্ছে। মোট ২৪০ কোম্পানি।

পরের ধাপে আগামী ১০ মার্চে মধ্যে রাজ্য আসবে আরও ২৪০ বাহিনী কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেই বার ১২০ কোম্পানি CRPF, ৬৫ কোম্পানি BSF, ১৬ কোম্পানি CISF, ২০ কোম্পানি ITBP এবং ১৯ কোম্পানি SSB পাঠানো হচ্ছে। এরপরে কোথায় কত কোম্পানি কোন নিরাপত্তা বাহিনীকে পাঠানো হবে, সে সংক্রান্ত সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চিঠিতে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট CAPFs and Chief Force Coordinator- এর সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

জানানো হয়েছে, ০৯ সেকশন নিরাপত্তাবাহিনীর মধ্যে ০৮ সেকশনকে অবশ্যই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে হবে। অন্যদিকে, ০১ সেকশন বাহিনী ক্যুইক রেসপন্স টিমের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

স্টেট ফোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে শ্রী সঞ্জয় যাদব, আইজি, সিআরপিএম ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্টর-কে।

নিরাপত্তাবাহিনীর পরিবহণ, থাকা, খাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে।

প্রসঙ্গত, মার্চ মাসেই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যাওয়ার কথা সোনা যাচ্ছে। কমিশনের বিধি মতো, ভোট ঘোষণা এবং ভোটগ্রহণের মাঝে কমপক্ষে ২২দিন সময় থাকবে. এই সময় রাজ্যে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লাগু থাকবে। এপ্রিলে চার দফায় ভোট হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে গুঞ্জন।

# পশ্চিমবঙ্গে CAA রূপায়ণে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের

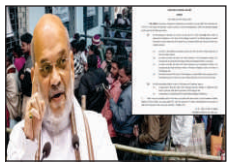

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের আগেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করার প্রক্রিয়া আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস অনেকদিন ধরেই এই সিএএ-আইনের বিরোধিতা করে এসছে এবং আইনটিকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়েছে। এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি হল এবং জানানো হলো, রাজ্যে গঠিত হচ্ছে এমপাওয়ার্ড কমিটি। এছাড়া এই এমপাওয়ার্ড কমিটির বৈঠকে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারবেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বা অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের মনোনীত প্রতিনিধি। সিএএ-এর জন্যে ১১ই মার্চ ২০২৪ এ-কাঠামোর ঘোষণা করা হয়েছিল, তা রাজ্য স্তরে কার্যকর করতে এই কমিটি গঠন ছিল অপরিহার্য অঙ্গ। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের দাবি এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে সিএএ-র বাস্তবায়নের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পূর্ণ করা হলো। ভোটের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কোন দলকে শক্তিশালী অবস্থানে রাখার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে, সেদিকেই পাখির চোখ এখন সকলের।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করতে গঠিত এমপাওয়ার্ড কমিটি

সিএএ অনুযায়ী ২০১৪ এর ৩১ ডিসেম্বরের আগে যারা

এরপর ৩ পাতায়

# বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে থেকে তুলে নেওয়া হল ঢালাই-পিচ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

**পূর্ব বর্ধমান:** পথশ্রী প্রকল্পে চলছিল রাস্তা নির্মাণ। পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের নবগ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁকুড়হাটি গ্রামে শুরু হয়েছিল রাস্তার ঢালাই। কিন্তু আধঘণ্টা পরই রাস্তার একাংশের ঢালাই তুলে ফেলা হয়। সম্প্রতি এই ভিডিও ভাইরাল হয়। এদিকে, বিজেপির গৃহ সম্পর্ক অভিযান ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের গাংপুরে। শুক্রবার সন্ধেয় গাংপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির কর্মসূচি চলাকালীন তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল। বিজেপির দাবি,

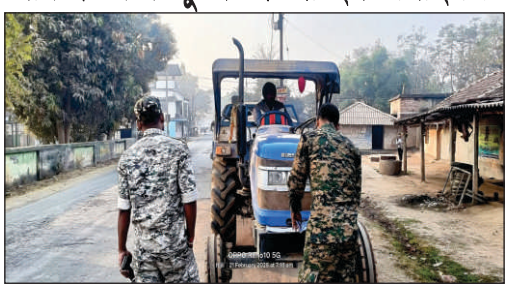

তাদের কর্মসূচি চলাকালীন বাধা দেয় তৃণমূল। প্রতিবাদ করলে কর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি। যদিও বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাঁদের দাবি, বহিরাগতদের নিয়ে এসে কাটারি নিয়ে প্রচার করছিল বিজেপি। তারই প্রতিবাদ করেন স্থানীয়রা। শক্তিগড় থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।অভিযোগ, রাস্তার সীমানায় বিজেপি নেতার বাড়ি হওয়ায় সেই অংশের ঢালাই তুলে ফেলা হয়।কাঁকুড়হাটি গ্রামের গলিপাড়ায়

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

# বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে থেকে তুলে নেওয়া হল ঢালাই-পিচ

২৩০ ফুট রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। প্রস্তাবিত সেই রাস্তার শেষাংশে বিজেপি নেতা ভিকু ঘোষের বাড়ি।

অভিযোগ, বিজেপি নেতার বাড়ি সংলগ্ন প্রায় ২০ ফুট রাস্তার ঢালাই তুলে ফেলা হয়। এই ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। যদিও তৃণমূল অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

তৃণমূলের সাফাই, রাস্তা নির্মাণের বরাদ্দ টাকা শেষ হওয়ায় ঢালাইয়ের একাংশ তুলে নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার চৌরাশি এলাকায়। দেগঙ্গার চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরাশি এলাকায় জীবনপুর বাগজোলায় পিচের রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সেই রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতি হচ্ছে। ব্যবহার করা হচ্ছে নিম্নমানের সামগ্রী। এরই প্রতিবাদে জীবনপুর-বাগজোলা রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ।

(১ম পাতার পর)

# মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মঞ্চে বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ

দেওয়া হয়েছে গণেশ চন্দ্র হালুইকে।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অনন্ত মহারাজ বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন, বিজেপি শাসনে আমরা দিনের পর দিন কেবল বঞ্চনা আর লাঞ্ছনার শিকার হয়েছি। উত্তরবঙ্গের জন্য, বিশেষ করে কোচ ও রাজবংশী জনজাতির উন্নয়নের জন্য কোনো কাজই করা হয়নি।কিন্তু এই দৃশ্য অন্য প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা তৃণমূলে যোগ দেন। ফলে পাহাড়ে এক ধাক্কা খেল বিজেপি। এবার ভোটের মুখে কট্টর তৃণমূল বিরোধী অনন্ত মহারাজকে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীর পাশে থাকা থেকে শুরু মুখ্যমন্ত্রী হাত থেকে বঙ্গবিভূষণ নেওয়া বড় জল্পনার জন্ম দিচ্ছে। একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভালো সম্পর্কের পরও আচমকাই বিজেপিতে যোগ দেন অনন্ত মহারাজ।শনিবার দেশপ্রিয় পার্কে একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে অনন্ত মহারাজের গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দেন। পাশাপাশি তাঁরা হাতে বঙ্গবিভূষণ খেতাবও তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অনন্ত মহারাজের সুসম্পর্ক অবশ্য নতুন নয়। গত লোকসভা নির্বাচনের ঠিক পরেই উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে অনন্ত মহারাজের বাড়িতে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ততে অবশ্য কাজের কাজ কিছু হয়নি। গ্রেটার কোচবিহারের দাবিদার অনন্ত মহারাজ বিজেপিকে সমর্থন জানানও এবং গেরুয়া শিবির তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করে পাঠায়। তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পৃথক রাজ্যের দাবি খারিজ করে দেওয়ার পর থেকেই বিজেপির সঙ্গে মহারাজের দূরত্ব বাড়তে থাকে। লোকসভা ভোটে কোচবিহারে তৃণমূলের জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার জয়ের নেপথ্যেও মহারাজের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল বলে গুঞ্জন রয়েছে।

# আমার সংসার চালানো সব ব্যবস্থাই করেছেন মমতা', বঙ্গবিভূষণ পেয়ে প্রতিক্রিয়া জয় গোস্বামীর

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

কবিতার মানচিত্রে তিনি এক জীবন্ত কিংবদন্তি। তাঁর কলমে উঠে আসে সমকাল, প্রেম এবং প্রতিবাদের ভাষা। সেই প্রথিতযশা কবি জয় গোস্বামী-কেই এ বছর রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান 'বঙ্গবিভূষণ'-এ ভূষিত করল



পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 'পাগলী তোমার সঙ্গে', 'উন্মাদের পাঠক্রম' কিংবা 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'- জয় গোস্বামীর প্রতিটি সৃষ্টিই বাঙালি পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে।তাও প্রণাম।'' সাহিত্য অনুরাগী থেকে শুরু করে তাঁর অগণিত পাঠক সোশ্যাল মিডিয়ায় কবিকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

এরপর ৪ পাতায়

(২ পাতার পর)

# পশ্চিমবঙ্গে CAA রূপায়ণে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের

পাকিস্তান বাংলাদেশ আফগানিস্তান থেকে ভারতে এসছে, সেই নির্যাতিত অমুসলিম শরণার্থী অর্থাৎ হিন্দু শিখ বৌদ্ধ জৈন পারসি ও খ্রিস্টান, এরা এই আইনের আওতায় ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যে এমপাওয়ার্ড কমিটি গঠনের কথা বলেছে, সেই কমিটি রাজ্যে সিএএ-এর আওতাধীন নাগরিকত্বের আবেদনগুলি খতিয়ে দেখবে এবং অনুমোদন ও বাতিলের সিদ্ধান্তও তারাই নেবে।

সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক সেরে এসে সিএএ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর তারপরেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ। শোনা যাচ্ছে মতুয়া সম্প্রদায় থেকে অনেকগুলি আবেদন জমা পড়েছে। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে জারি করা নির্দেশে জানানো হয়েছে যে, নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ এর ৬বি ধারা এবং নাগরিকত্ব বিধি ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী এই এমপাওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হলো।

এই কমিটির প্রধান হিসেবে থাকবেন ডিরেক্টরেট অফ সেন্সাস অপারেশনস, পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল। সেই সঙ্গেই কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকবে সাবসিডিয়ারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার এক আধিকারিক, সংশ্লিষ্ট ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের মনোনীত প্রতিনিধি, রাজ্যের ন্যাশনাল ইনফর্মেটিক্স সেন্টারের স্টেট ইনফরমেটিক্স অফিসার, পোস্টমাস্টার জেনারেল বা তার মনোনীত সেক্রেটারি স্তরের ডাক বিভাগের আধিকারিক।

# সম্পাদকীয়

## ভাষার উপর আক্রমণ হলে রুখে দাঁড়াব', মাতৃভাষা দিবসে অঙ্গীকার মমতার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেচ্ছাবার্তায় শুধু বাংলা নয়, সব ভাষার প্রতিই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে তাঁর অঙ্গীকার, যে কোনও ভাষার উপর আক্রমণ হলে, রুখে দাঁড়াবেন। এর আগে ভিন রাজ্যে বাংলা ভাষা, বাঙালিদের উপর আক্রমণের অভিযোগে বারবার সরব হয়েছে তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, ভিন রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল । বাংলা বলার কারণে বহু শ্রমিককে প্রাণ হারাতে হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে বাংলার শাসকদল ।

ভোটের মুখে এই বাংলা-বাঙালি আবেগেকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছে তৃণমূল । বিভিন্ন সভা থেকে বারবার বাঙালি অস্মিতাকে শান দিতে দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও । শুধু তাই নয় বাংলার মনীষীদের অপমানের অভিযোগেও সরব হয়েছে তৃণমূল । সেই পরিস্থিতে বাংলা-সহ সব ভাষাকে রক্ষা করার অঙ্গীকার বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।সেই আবহে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে 'সব ভাষা'-কে সম্মান প্রদানের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,"আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই পুণ্যদিনে সম্মান জানাই বিশ্বের সকল ভাষা ও ভাষাভাষী মানুষকে। বিশ্বের সকল দেশের সকল ভাষা-শহিদদের ও ভাষা-সংগ্রামীদের জানাই আমার প্রণাম ও অন্তরের শ্রদ্ধা।" এরপরই তাঁর পোস্টে উঠে আসে, বাংলায় হিন্দি, সাঁওতালি, কুরুখ, কুড়মালি, নেপালি, উর্দু, তেলুগু-সহ একাধিক ভাষাকে রাজ্য সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেক ভাষা-ভাষীর মানুষ মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখেন, "রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্ত-জীবনানন্দের বাংলা শুধু নয়, আমরা সব ভাষাকেই সম্মান করি। এটা আমার গর্ব যে, আমাদের সময়ে হিন্দি, সাঁওতালি, কুরুখ, কুড়মালি, নেপালি, উর্দু, রাজবংশী, কামতাপুরী, পাঞ্জাবি, তেলুগু ভাষাকে আমরা সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি। সাদরি ভাষার মানোন্নয়নেও আমরা সচেষ্ট হয়েছি। হিন্দি আকাদেমি,রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, কামতাপুরী ভাষা আকাদেমি, সাঁওতালি আকাদেমি - সব করা হয়েছে।

এটাও সুনিশ্চিত করেছি যে,রাজ্যের প্রত্যেক ভাষা-ভাষী মানুষ তাদের মাতৃভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ পায়।" এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর শপথ, যে কোনও ভাষার উপর আক্রমণ হলে তিনি রুখে দাঁড়াবেন, প্রতিবাদ করবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "একুশের এই পুণ্য দিনে আরও একবার অঙ্গীকার করছি, যে কোনও ভাষার ওপর যদি আক্রমণ আসে - আমরা সবাই মিলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। সকল ভাষা সমান ভাবে সম্মাননীয়।"

# মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**

**(পঁচিশতম পর্ব)**

মাকে চিনলি না।বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করে ফিরে এলেন দেশে। পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নে তাঁর বক্তৃতা সকল শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। ফিরে আসার পর মায়ের সঙ্গে তাঁর একটি সুন্দর সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে। স্বামীজি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন মায়ের পায়ে। কত দিন পরে তাঁকে দেখে মায়ের চোখে পুত্রস্নেহ। উপস্থিত সকলে এক অপূর্ব স্বর্গীয় পরিবেশ উপলব্ধি করলেন।পাশ্চাত্যের রমণীদের সঙ্গে মায়ের সখ্যের উপর আছে কৌতূহলজনক আলোচনা। গ্রামের মেয়ে সারদা, এক বর্ণ ইংরেজি

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

(৩ পাতার পর)

# আমার সংসার চালানো সব ব্যবস্থাই করেছেন মমতা', বঙ্গবিভূষণ পেয়ে প্রতিক্রিয়া জয় গোস্বামীর

শনিবার এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে জয় গোস্বামী ছাড়াও সংস্কৃতি জগতের আরও বেশ কয়েকজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে সম্মান জানানো হয়। বর্তমান সময়ের অস্থিরতায় জয় গোস্বামীর কবিতা আজও মানুষের মনে আশার আলো জ্বালায়। 'বঙ্গবিভূষণ' প্রাপ্তি তাঁর সেই দীর্ঘ ও বর্ণিল সাহিত্যযাত্রাকে আরও মহিমান্বিত করল।

তাঁর কবিতার গদ্যধর্মী শৈলী এবং অনন্য শব্দচয়ন বাংলা আধুনিক কবিতাকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছে। এর আগে তিনি আনন্দ পুরস্কার এবং সাহিত্য অকাদেমি সম্মানে ভূষিত হলেও, নিজ রাজ্যের এই সর্বোচ্চ সম্মান তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য-সাধনার প্রতি এক বিশেষ স্বীকৃতি। রানাঘাটের এক মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা এই কবির জীবন এক সংগ্রামের রূপকথা। সেই সংগ্রামের ছাপ তাঁর কবিতাতেও স্পষ্ট।

বঙ্গবিভূষণ সম্মান পেয়ে জয় গোস্বামী জানালেন, ''আমি অসুস্থ যখন তখন তিনবার আমার হাসপাতালে ভর্তির সব ব্যবস্থা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত দু বছর আগে থেকে আমি লেখা ছেড়ে দিয়েছি। আমার সংসার চালানোর ব্যবস্থা টুকুও করেছেন। উনি আমার থেকে বয়সে ছোট।

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

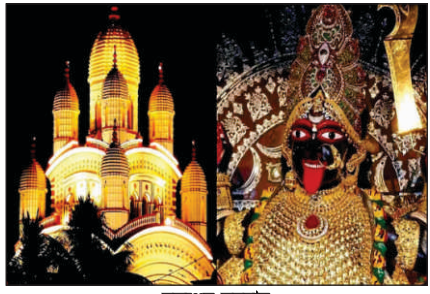

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

তিনি এও জানাচ্ছেন যে সহজ সাধনায় কুরুকুল্লার মন্ত্র সংস্কৃত নয়, অবহট্ট ভাষায় লেখা হতঃ

অকখর মন্ত ববিজ্জিঅও

নউ সো বিন্দ ণ বিত্ত

**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড, ২০২০

**নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ২০২৫**

**(শেষ পর্ব)**

যুবা-আই

বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স ডিভিশনের সঙ্গে যৌথভাবে যুবা-আই শুরু করেছে। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আটটি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমাধান তৈরি করছে।

যুবা এআই ফর অল

অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দি, কন্নড়, মালয়ালম, মারাঠি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, তামিল ও তেলুগু-সহ ১১টি ভাষায় বিনামূল্যের জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাক্ষরতা কোর্স চালু হয়েছে। দীক্ষা, আইগট কর্মযোগী ও ফিউচারস্কিলস প্রাইম প্ল্যাটফর্মে এই কোর্স উপলব্ধ। মোট ১ কোটি নাগরিককে প্রাথমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দক্ষতায় সক্ষম করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

কারিগরি ও শিল্প-সমন্বিত প্রশিক্ষণ

স্কিল ইন্ডিয়া মিশন ও সোয়ার উদ্যোগ

দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের নেতৃত্বে স্কিল ইন্ডিয়া মিশনে কারিগরি প্রশিক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সোয়ার উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১.৩৪ লাখ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অংশ নিয়েছেন। মাইক্রোসফট, এইচসিএল টেকনোলজিস এবং ন্যাসকমের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে।

ফিউচারস্কিলস প্রাইম

বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং ন্যাসকমের যৌথ উদ্যোগে পেশাদারদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডেটা, ক্লাউড কম্পিউটিংসহ উদীয়মান প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে।

স্কিল ইন্ডিয়া ডিজিটাল হাব

একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দক্ষতা উন্নয়ন পরিষেবা একত্রিত করা হয়েছে। প্রাথমিক থেকে উন্নত স্তরের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং কোর্স চালু রয়েছে।

উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-মানবসম্পদ ও গবেষণা পরিবেশ

ইন্ডিয়াএআই ফিউচারস্কিলস মিশনের অধীনে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য ফেলোশিপ চালু হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৫০০ পিএইচডি গবেষক, ৫,০০০ স্নাতকোত্তর এবং ৮,০০০ স্নাতক শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইন্ডিয়াএআই ডেটা ও এআই ল্যাব

টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজির মাধ্যমে ২৭টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। মোট ২৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আইটিআই ও পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে আরও ১৭৪টি ল্যাব অনুমোদিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ, অ্যানোটেশন, পরিশোধন ও প্রয়োগমূলক ডেটা সায়েন্সে জোর দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়া–এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ যুব ক্ষমতায়ন

যুব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়নকে কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ, উদ্ভাবন প্রদর্শনী ও নীতি সংলাপের মাধ্যমে যুব উদ্ভাবক ও নারী উদ্যোক্তাদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

এআই বাই হার গ্লোবাল ইমপ্যাক্ট চ্যালেঞ্জ

নারী ও যুব উদ্ভাবকদের নেতৃত্বে দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমাধানের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। স্বাস্থ্য, জলবায়ু সহনশীলতা, শিক্ষা, ফিনটেক, নিরাপত্তা ও ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে স্কেলযোগ্য সমাধান-ও উপস্থাপিত হয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার নিয়ে আন্তর্জাতিক আলাপম-আলোচনা

শ্রমবাজারে পরিবর্তিত কর্মপরিস্থিতি ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গ্রহণের প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থানের রূপান্তর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এআই ইমপ্যাক্ট স্টার্টআপ বই

ভারত জুড়ে উন্নত ১০০-র বেশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমাধানের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। যুব উদ্যোক্তাদের জন্য এটি একটি সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার।

আন্তর্জাতিক সূচকে ভারতের নেতৃত্ব

২০২৫-এর স্ট্যানফোর্ড গ্লোবাল এআই সূচক প্রতিবেদন অনুযায়ী, পেশায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দক্ষতার অনুপ্রবেশ আন্তর্জাতিক গড়ের তুলনায় ২.৫ গুণ বেশি।

ন্যাসকমের এআই গ্রহণ সূচক জানিয়েছে, ৮৭ শতাংশ সংস্থা সক্রিয়ভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে।

ডিজিটালভাবে যুব জনসংখ্যা ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে।

গিনেস বিশ্ব রেকর্ড

বস্তুত, ২৪ ঘণ্টায় ২.৫ লক্ষের বেশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিশ্রুতি গ্রহণের মাধ্যমে গিনেস বিশ্ব রেকর্ড গড়া হয়েছে। ইন্ডিয়াএআই মিশন ও ইন্টেল ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে শিক্ষার্থী ও নাগরিকদের নৈতিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবহারে অঙ্গীকারবদ্ধ করা হয়েছে।

উপসংহার

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ভারতের যুবশক্তি একটি নির্ধারক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ধারাবাহিক নীতি সহায়তা, বৃহৎ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং গণতান্ত্রিক ডিজিটাল পরিকাঠামো এই রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করেছে।

ইন্ডিয়া–এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ যুব উদ্ভাবন, দায়িত্বশীল প্রয়োগ ও শিল্প-সমন্বিত দক্ষতা উন্নয়নের সমন্বিত রূপরেখা তুলে ধরেছে। বিকশিত ভারতের পথে উৎপাদনশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে যুবসমাজকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় সক্ষম করা হবে।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে

চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

# শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তারেকের বার্তা জামাতকে

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

একুশের প্রথম প্রহরে ১২টা ১ মিনিটে রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন পুষ্পস্তবক অর্পণ করলেন শহিদ মিনারে। আর তারপরই পুষ্পস্তবক অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও। গত দেড় বছরে বারবার জামাতের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশে বাঙালি অস্মিতা আক্রান্ত হয়েছে। নতুন শপথ নিয়েই প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি তারেক যেন বুঝিয়ে দিলেন একাত্তর ভোলেনি বাংলাদেশ।

পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর ৭ মে গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি সংবিধানে সংশোধন এনে বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা করা হয়। পরে ১৯৮৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে 'বাংলা ভাষা প্রচলন বিল' পাস হয় এবং একই বছরের ৮ মার্চ থেকে তা কার্যকর করা হয়। বাংলা ভাষা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসে ২০১০ সালে।ভোলেনি কীভাবে বাংলা ভাষার প্রতি তীব্র প্রেমই পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছিল।

উল্লেখ্য, এদিন শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ভাষা শহিদদের স্মরণে বিশেষ দোয়ায় অংশ নেন তারেক। এরপর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা তারেক রহমানের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা জানান। আজ শনিবার সারা দিন শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাবেন সব পেশার মানুষ। এদিকে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানান জামাতে ইসলামের নেতা-কর্মীরাও।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন শহিদ মিনারে। নিজস্ব চিত্র বলে রাখা ভালো, ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে। ১৯৪৮ সালের মার্চে তা সীমিত আকারে বিস্তার লাভ করে এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এর চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে কয়েকজন ছাত্র শহিদ হন। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ মানুষও রাজপথে নেমে প্রতিবাদ জানায় এবং মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গায়েবি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা শহিদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতারাতি একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হলেও ২৬ ফেব্রুয়ারি তা গুঁড়িয়ে দেয় পাকিস্তান সরকার। তবে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন আরও বেগবান হয়।

# উত্তরবঙ্গে কত আসন পাবে বিজেপি? বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী শুভেন্দুর

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সামনেই ২০২৬- এর নির্বাচন। তার আগেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করলেন , উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের খাতা খুলতে পারবে না । তিনি দাবি করেছেন, উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে অন্তত ৪৫টিতে জয়ী হবে বিজেপি। শুভেন্দুর মতে, 'বিজেপি বাদে বাকি কিছু আসনে অন্যান্য রাজনৈতিক দল জিততে পারে, তবে তৃণমূল এখানে কোনও আসন জিততে পারবে না।'পাঁচ বছর আগে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। ৫৪ আসনের মধ্যে প্রায় কুড়িটিতে জয় পেয়েছিল। তবে বিধানসভা ভোটের পরেই রায়গঞ্জ-কালিয়াগঞ্জ এবং আলিপুরদুয়ারের পদ্ম বিধায়করা ফুল বদলে ঘাসফুলে নাম লিখিয়েছিলেন। পরে ডিগবাজি খেয়ে নিজের পুরনো দলেই ফেরেন কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক। দিনহাটা বিধানসভার উপনির্বাচনেও বিজেপির হাতে থাকা আসন ছিনিয়ে আনেন ঘাসফুলের প্রার্থী। তবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে শুধু কোচবিহার আসনে জয় পেয়েছিল শাসক দল। এবারে তৃণমূল নির্বাচনের আগেই উত্তরবঙ্গে সংগঠন মজবুত করা, সাধারণ মানুষকে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া ও বিশেষত চা বাগানের এলাকায় জোরদার প্রচার শুরু করেছে।গত বৃহস্পতিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন কার্শিয়াঙের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। তবে সেই দলবদলকে পাত্তা দিতে চাননি শুভেন্দু। খানিকটা শ্লেষের সঙ্গেই দলত্যাগী বিধায়ককে ঠুকে তিনি বলেন, 'উনি ২০২৪ সালে রাজু বিস্তার বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হয়ে ৫ হাজার ভোটও পাননি। এবার ওঁকে কার্শিয়াংয়ে টিকিট দেওয়া হতো না। উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের খাতা খুলবে না।' তিনি আরও বলেন, 'মালদহ থেকে কোচবিহার পর্যন্ত তৃণমূল কোনও আসনে জিততে পারবে না।'

# সিনেমার খবর

## বন্ধুত্ব থেকে বোনুয়া, হঠাৎ মিমিকে নিয়ে আবেগী নুসরাত

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

জনপ্রিয় দুই অভিনেত্রী নুসরাত জাহান ও মিমি চক্রবর্তীর বন্ধুত্ব বরাবরই আলোচনায়। একসময় একসঙ্গে সিনেমা, রাজনীতিতে পথচলা, পরবর্তী সময়ে দূরত্ব—সব মিলিয়ে তাদের সম্পর্ক নিয়ে ভক্তদের কৌতূহলের শেষ নেই। আজ মিমি চক্রবর্তীর জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে ভারতীয় একটি সংবাদপত্রে বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানিয়ে খোলা চিঠি লিখেছেন নুসরাত।

চিঠির শুরুতেই তিনি লিখেছেন, 'আমাদের কত স্মৃতি। বন্ধুত্বের গোড়ার কথা আবছা। সম্ভবত "যোদ্ধা" সিনেমার শুটিং থেকে। আমরা তখন এসভিএফ প্রযোজনা সংস্থায় কাজ করি। এতে আমার একটি আইটেম নাচ ছিল। প্রথম দেখা প্রযোজনা সংস্থার অফিসে। সিনেময় আমরা বন্ধু। একসঙ্গে নাচের মহড়া দিতাম। মহড়ার পর আমি মিমির ঘরে, নয়তো মিমি আমার ঘরে। সেখান থেকেই বন্ধুত্বের শুরু। তখন কম করে ১৫ দিনের আউটডোর শুটিং থাকত। ওই ১৫ দিন আমরা ছিলাম পরস্পরের ছায়া। সেই সময় থেকেই বন্ধুত্ব এমন জায়গায় পৌঁছায় যে পরস্পরের গোপন কথা, গোপন ব্যথাও অজানা থাকেনি।'

নুসরাত লিখেছেন, 'প্রতিদিন রাতে আমাদের কথা হতো। বন্ধুত্বও যেন সেভাবেই পাপড়ি মেলেছিল। সকালের নাশতা থেকে রাতের খাবার—একই মেনু। আর গসিপিং? তার মাত্রা আলাদা। তবে আমরা কারও বিপক্ষে কিছু বলতাম না। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। দুই বন্ধু মিলে কত দেশে ঘুরতে গিয়েছি। লাস ভেগাস ও লস অ্যাঞ্জেলেসের স্মৃতি বিশেষভাবে মনে পড়ে।'

বর্তমানের মিমিকে নিয়ে নুসরাত লিখেছেন, 'এখনকার মিমি অনেক পরিণত। আমি "বাচ্চা" মিমিকেও দেখেছি। সেই ছেলেমানুষ মিমি রাগ করলে ঝগড়া করত। আমাদের মধ্যেও ঝগড়া হয়েছে, টিমের সামনে তীব্র তর্কও করেছি। কিন্তু পরদিন সকালেই সব স্বাভাবিক হয়ে যেত।'

দুজনের সম্পর্কে তৈরি হওয়া দূরত্বের প্রসঙ্গ টেনে নুসরাত বলেন, 'অনেকে বলেন, দুই মেয়ে আজীবন ভালো বন্ধু থাকতে পারে না। আমি বলি, পারে। অবশ্যই পারে—যদি বন্ধুত্ব গভীর হয়। আমরা এখন নিজেদের মতো ব্যস্ত। আমার সন্তান আছে, তাকে সামলাতে দিনের বড় অংশ কেটে যায়। মিমিও নিজের মতো সংসারী। এখন বলতে পারি, আমাদের বন্ধুত্ব কোনো দিন নষ্ট হওয়ার নয়। মাঝেমধ্যে দূরত্ব বেড়েছিল, কিন্তু বন্ধুত্বের মৃত্যু ঘটেনি।'

নুসরাত আরও বলেন, 'কাকতালীয়ভাবে আমরা দুজনই তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলাম। ওর নাম আগে ঘোষণা হয়েছিল। ফোন করে আমাকে জানিয়েছিল মিমি। একসঙ্গে সংসদে গিয়েছি। সেখানে কোনো দুষ্টুমি করিনি। আসলে মিমির ভেতর ও বাহির এক নয়। আমি যেভাবে ওকে চিনি, অন্যরা সেভাবে চেনেন না।'

চিঠির শেষে নুসরাত লিখেছেন, 'মিমির অনেক জন্মদিনের সাক্ষী আমি। আমরা একসঙ্গে পার্টি করেছি। শেষে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি, মিমি যেন একটুও না বদলায়। যেমন আছে, তেমনই থাকুক। সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক। আমরা পরস্পরের ভালো-মন্দ সময়ের সাক্ষী। মিমিকে আগলে রাখার দায়িত্ব আমার। টালিউড আমাদের "বোনুয়া" নাম দিয়েছে। তুই নিশ্চিন্তে থাক, আজীবন তোর পাশে থাকবে তোর বোনুয়া।'

## অক্ষয়ের নতুন সিনেমার মুক্তির তারিখ চূড়ান্ত

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার এবং প্রখ্যাত নির্মাতা প্রিয়দর্শনের বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা 'ভূত বাংলা'র মুক্তির তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। আগের ঘোষিত সময়ের প্রায় এক মাস আগেই বড় পর্দায় ফিরছে এই জনপ্রিয় জুটি।

৭ ফেব্রুয়ারি ছবিটি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়। একটি ভিডিও পোস্ট করে জানানো হয়, আগামী ১০ এপ্রিল বড় পর্দায় মুক্তি পাবে সিনেমাটি। অর্থাৎ মে মাসে নয় এপ্রিল মাসে মুক্তি পাবে ভুত বাংলা।

সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে একটি টিজার শেয়ার করেছেন অক্ষয় কুমার। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি কালো বিড়াল মে মাসের ক্যালেন্ডারে আঁচড় দিয়ে সেটি নষ্ট করে দিচ্ছে। এরপর দেখা যায় এপ্রিল মাসের পাতাটি মাটিতে পড়ে আছে এবং তার ওপর দুধ পড়ে রয়েছে। এরপর আবার বিড়ালটি নিচে নেমে আসে এবং চেটে দুধ পরিষ্কার করে।

এই সিনেমার মাধ্যমে দীর্ঘ ১৪ বছর পর ফের একসঙ্গে কাজ করছেন অক্ষয় কুমার ও প্রিয়দর্শন। বলিউডে এই জুটিকে সফলতার অন্যতম কারিগর মনে করা হয়।

এর আগে তারা 'হেরা ফেরি', 'গরম মশলা', 'ভুল ভুলাইয়া' এবং 'ভাগাম ভাগ'-এর মতো কালজয়ী ও ব্যবসাসফল কমেডি সিনেমা উপহার দিয়েছেন।

## এবার রণবীরকে হত্যার হুমকি

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

এবার প্রাণনাশের হুমকি পেলেন বলিউড অভিনেতা রণবীর সিংহ। হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস নোট পাঠিয়ে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গেছে। মুম্বাই পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিনেতার বাড়ির নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান।

ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কয়েক কোটি রুপি না দিলে প্রাণে মেরে ফেলা হতে পারে বলে হুমকি পেয়েছেন অভিনেতা। হুমকি পেয়ে মুম্বাই পুলিশের দ্বারস্থ হন রণবীর। এর পরই তার বাড়িতে পৌঁছায় পুলিশ। রণবীরের বাড়ি এবং আশপাশের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

রণবীরকে কে হুমকি দিল, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে গ্যাংস্টার লরেন্স বিশ্নোইয়ের গ্যাং থেকেই হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই ভয়েস নোট কে পাঠাল, কোথা থেকে পাঠানো হলো, তা জানার চেষ্টা চলছে। এ নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি এখন পর্যন্ত।

রণবীর এবং তার স্ত্রী দীপিকা ও তাদের কন্যা দুয়া যে হাউজিং সোসাইটিতে থাকেন, সেখান থেকে চিঠি লেখা হয় পুলিশকে। বিল্ডিংয়ে কেন এত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, ব্যক্তিগত দেহরক্ষী নামানো হয়েছে কেন, জানতে চাওয়া হয়। ওই হাউজিং সোসাইটির ম্যানেজমেন্টের দাবি, এত পুলিশ, নিরাপত্তারক্ষী নামানোয়, তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ানোয় অন্য বাসিন্দাদের অসুবিধা হচ্ছে।

বলিউডে হত্যার হুমকি পাওয়া তারকাদের মধ্যে নতুন সংযোজন রণবীর। কয়েক দিন আগেই পরিচালক রোহিত শেট্টির বাড়ি লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতকারীরা। রোহিতের বাড়িতে গুলি চালানোর দায় স্বীকার করে বিশ্নোই গ্যাংই। সেই ঘটনায় পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। সেই আবহেই প্রাণনাশের হুমকি পেলেন রণবীর।

এর আগে সালমান খান, শাহরুখ খানসহ আরও কয়েকজন তারকা প্রাণনাশের হুমকি পান। সেই থেকে বাড়তি নিরাপত্তা পান তারা।

# টানা দুই বিশ্বকাপেই জয়শূন্য ওমান

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

টানা দুই বিশ্বকাপেই জয়শূন্য ওমান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওমানের যাত্রা সুখকর না হলেও হতাশার মাঝেও ইতিবাচক দিক খুঁজে নিচ্ছেন অধিনায়ক জাতিন্দর সিং। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে দলটি।

ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এবারের আসরে গ্রুপ 'বি'-তে চার ম্যাচ খেলেও কোনো জয়ের দেখা পায়নি ওমান। নামিবিয়া ও কানাডার সঙ্গে তারাও ছিল সেই তিন দলের একটি, যারা এবারের বিশ্বকাপে জয়শূন্য থেকে বিদায় নিয়েছে। ফলে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতেই শেষ করতে হয়েছে তাদের অভিযান।

শুক্রবার পাল্লেকেলে ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে জাতিন্দর সিং বলেন, "বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাওয়া আমাদের জন্য বিশাল গর্বের। ফলাফল আমাদের পক্ষে যায়নি, কিন্তু দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমরা কৃতজ্ঞ। এই অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য বড় অর্জন।"

টানা দুই বিশ্বকাপেই জয়শূন্য থাকলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী জাতিন্দর। তিনি বলেন, "এই মঞ্চে খেলার অভিজ্ঞতা আমাদের বড় শিক্ষা দিয়েছে। এখন আমরা জানি, এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কী ধরনের প্রস্তুতি দরকার। ছেলেরা অনেক ইতিবাচক দিক শিখেছে।"

এবার চার ম্যাচেই ওমান বড় ব্যবধানে হেরেছে। জিম্বাবুয়ে (৮ উইকেটে), শ্রীলঙ্কা (১০৫ রানে), আয়ারল্যান্ড (৯৬ রানে) ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে (৯ উইকেটে)।

এর আগে, ২০২৪ আসরে চার ম্যাচের সবকটিতে ওমান হেরে যায়। একই অভিজ্ঞতা হলো তাদের এবারের আসরেও।

## ৯ বছর পর পেশাদার রিংয়ে ফিরছেন মেওয়েদার

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

দীর্ঘ নয় বছর পর আবারও পেশাদার বক্সিং রিংয়ে ফিরছেন সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্লয়েড মেওয়েদার জুনিয়র। ৪৮ বছর বয়সী এই মার্কিন কিংবদন্তি চলতি বছর চতুর্থবারের মতো অবসর ভেঙে আনুষ্ঠানিক লড়াইয়ে নামার ঘোষণা দিয়েছেন।

প্রতিপক্ষ এখনও চূড়ান্ত না হলেও এটি হবে ২০১৭ সালের পর তার প্রথম অফিসিয়াল পেশাদার বাউট। ওই বছর এমএমএ তারকা কনর ম্যাকগ্রেগর-কে দশম রাউন্ডে টেকনিক্যাল নকআউটে হারিয়ে নিজের রেকর্ড ৫০-০তে নিয়ে যান মেওয়েদার। এরপরই অবসর ঘোষণা করেন তিনি।

তবে পেশাদার প্রত্যাবর্তনের আগে প্রদর্শনী লড়াইয়ে সাবেক হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মাইক টাইসন-এর মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও সেই লড়াইয়ের তারিখ ও ভেন্যু এখনো নির্ধারিত হয়নি।

এক বিবৃতিতে মেওয়েদার বলেন, 'বক্সিংয়ে আরও রেকর্ড গড়ার সামর্থ্য এখনও আমার আছে। মাইক টাইসনের বিপক্ষে প্রদর্শনী হোক বা পরবর্তী পেশাদার লড়াই, দর্শকসংখ্যা, বৈশ্বিক সম্প্রচার ও আয়ের দিক থেকে আমার ইভেন্টের চেয়ে বড় কিছু হবে না।'

এর আগে ২০০৭, ২০১৫ ও ২০১৭ সালে অবসর নিলেও বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শনী লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন তিনি। সর্বশেষ ২০২৪ সালের আগস্টে জন গট্টি থার্ডের বিপক্ষে রিংয়ে দেখা গেছে মানি মেওয়েদারকে।

তিন দশকের ক্যারিয়ারে পাঁচটি ভিন্ন ওজন শ্রেণিতে ১৫টি বিশ্ব শিরোপা জিতেছেন মেওয়েদার। পে-পার-ভিউ ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি আয়ের শীর্ষ তিন ইভেন্টেই ছিলেন তিনি মূল আকর্ষণ যা তাকে ক্রীড়াজগতের অন্যতম ধনী ও প্রভাবশালী বক্সারে পরিণত করেছে।

## বিবাহবার্ষিকীর আগেই বিচ্ছেদের ঘোষণা ভারতীয় ক্রিকেটারের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভারতের লেগ স্পিনার রাহুল চাহার শুক্রবার তার স্ত্রী ঈশানি জোহারের সঙ্গে বিচ্ছেদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এই ঘোষণা এসেছে তাদের চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীর কয়েকদিন আগে। এর আগে ২০২২ সালের ৯ মার্চ গোয়ায় মাত্র ২২ বছর বয়সে ঈশানিকে বিয়ে করেছিলেন রাহুল।

ভারতের হয়ে সবশেষ ২০২১ সালে খেলা এই স্পিনার ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে জানান, গত ১৫ মাস তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল। বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়ায় আদালতে দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়েছে এবং এ অভিজ্ঞতা তাকে এমন জীবনপাঠ শিখিয়েছে, যা তিনি কখনও কল্পনাও করেননি।

তিনি লেখেন, 'খুব অল্প বয়সে আমি বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম, যখন নিজেকে, নিজের মূল্য কিংবা আমি কেমন জীবন গড়তে চাই—সেগুলো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। এরপর এমন অনেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি, যা কল্পনাও করিনি। গত পনেরো মাস আদালতের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধৈর্য, সহনশীলতা ও সত্য থেকে শক্তি পাওয়ার শিক্ষা নিয়েছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আজ আমার জীবনের সেই অধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হলো। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে—যার জন্য আমাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। তবে আমি এই অধ্যায়টি শেষ করছি রাগ বা অনুতাপ নিয়ে নয়, বরং স্পষ্ট উপলব্ধি নিয়ে। কিছু সম্পর্ক চিরস্থায়ী হওয়ার জন্য নয়; তারা আমাদের জাগিয়ে তোলে, শিক্ষা দেয় এবং বদলে দেয়।'

ভারতের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে সাতবার প্রতিনিধিত্ব করা রাহুলকে আগামী মাসে আইপিএলে খেলতে দেখা যাবে। গত বছর আইপিএল ২০২৬ নিলামে তাকে ৫.২ কোটি রুপিতে দলে নেয় চেন্নাই সুপার কিংস।

গত মৌসুমে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেন তিনি, যেখানে কোনো উইকেট পাননি। এখন পর্যন্ত আইপিএল ক্যারিয়ারে ৭৯ ম্যাচে ৭৫ উইকেট নিয়েছেন রাহুল। এছাড়া ২০১৯ ও ২০২০ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের শিরোপাজয়ী দলে ছিলেন তিনি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR